দারসুল জিহাদ (শিট নং ৬)

اقسام الجهاد। জিহাদের প্রকারভেদ

জিহাদ দুই প্রকার :-

১. جهاد الدفع *প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ।*

২. جهاد الطلب *আক্রমণাত্মক জিহাদ।*

'জিহাদ আদ-দাফা' হল সেই জিহাদ; যেখানে শত্রুরা আগে মুসলিমদের উপর আক্রমণ করেছে। অতঃপর মুসলিমরা তা প্রতিহত করার জন্য যুদ্ধ করে।

আর যখন শত্রুকে তাঁড়া করে তারই দেশে তার সাথে যুদ্ধ করা হয় অর্থাৎ মুসলিমরা যখন শত্রুদের উপর প্রথমে আক্রমণ করে, তখন সেই জিহাদ কে বলা হয় ***'জিহাদ আত্ব-ত্বালাব'*** বা ***'জিহাদ আল ইবতিদা'***।

جهاد الدفع *প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ* এর দলীল

প্রথম দলীল

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ [٢:١٩٠]

আর লড়াই কর আল্লাহর রাস্তায় তাদের সাথে; যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। [১]

দ্বিতীয় দলীল

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ [٨:١٥]

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কাফেরদে মুখোমুখী হবে, তখন পশ্চাপসরণ করবে না। [২]

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عن أبي هريرة ﵁؛ عن النبي ﷺ قال "اجتنبوا السبع الموبقلت"، قالوا يا رسول الله؛ وما هن؟ قال "الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات".

---

[১]। বাকারা ১৯০ ।

[২]। আনফাল ১৫ ।

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক গুনাহ থেকে বেঁচে থাক। সাহাবাগণ প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেগুলো কী? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর সাথে শিরক করা, যাদু করা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা, যুদ্ধের দিন ময়দান থেকে পালায়ন করা এবং সতী-সাধ্বী মুমিন নারীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া। [৩]

এই হাদীসে স্পষ্ট হল যে, গুনাহে কবীরার মধ্যে সাতটি 'আকবারুল কাবায়ের' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হল যুদ্ধের ময়দান হতে পালায়ন করা। এর দ্বারা প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ ফরজ হওয়া প্রমাণিত হল।

তৃতীয় দলীল

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ [٢:١٩٤]

বস্তুত যারা তোমাদের উপর জবরদস্তি করেছে, তোমরা তাদের উপর জবরদস্তি করতে পার যেমন যবরদস্তিকরে তারা তোমাদের উপর। [৪]

এখানে সে জিহাদের কথা বলা হয়েছে যেখানে সীমালংঘনকারী শত্রুকে আক্রমণ করা হয়; যে প্রথমে মুসলিমদের উপর আক্রমণ করেছে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

وأما قتال الدفع؛ فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين؛ فواجب إجماعا، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا؛ لا شيئ أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشرط له شرط؛ بل يدفع بحسب الإمكان.

আত্মরক্ষার জন্য জিহাদ হল সবচেয়ে জরুরী। যাতে আগ্রাসী শক্তিকে মুসলিমদের পবিত্র স্থান ও দীন থেকে হটিয়ে দেওয়া হয়। আর এটি সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব। ঈমান আনার পর সবচেয়ে বড় ওয়াজিব হল, আগ্রাসী শত্রু; যে এই দীন ও জীবনকে কলুষিত করে তাকে প্রতিহত করা। এক্ষেত্রে কোন শর্ত নেই; বরং যে কোন উপায়ে প্রতিহত করতে হবে। [৫]

চতুর্থ দলীল

فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ [٢:١٩١]

যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তাহলে তোমরা তাদের হত্যা কর। আর কাফেরদের প্রতিদান এরূপই হয়ে থাকে। [৬]

---

[৩]। বুখারী ২৭৬৬, মুসলিম ২৭২, আবু দাউদ ২৮৭৬, ইবনে মাজাহ ২৬৭৩ ।

[৪]। বাকারা ১৯৪ ।

[৫]। আল ইখতিয়ারুল ইলমিয়্যাহ ১/২৭০, মাজমূউল ফাতাওয়া ২৮/৩৫৭ ।

[৬]। বাকারা ১৯১ ।

পঞ্চম দলীল

عن سعيد بن زيد عن النبي ﷺ قال "من قتل دون ماله؛ فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه؛ فهو شهيد.

আবু সাঈদ খদরী রাযি. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে তার মাল রক্ষার জন্য নিহত হয়; সে শহীদ। যে তার পরিবার রক্ষার জন্য নিহত হয়; সে শহীদ। যে তার দীন রক্ষার জন্য নিহত হয়; সে শহীদ। [৭]

অর্থাৎ কেউ যদি কারো জান, মাল অথবা দীন ধ্বংষ করতে চায়; আর সে তা প্রতিহত করতে গিয়ে নিহত হয়, তাহলে সে শহীদ হিসেবে গণ্য হবে।

জهاد الطلب *আক্রমণাত্মক জিহাদ* এর দলীল

প্রথম দলীল

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [٩:٥]

অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে, মুশরিকদের হত্যা কর; যেখানে তাদের পাও। তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [৮]

দ্বিতীয় দলীল

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ [٩:٢٩]

তোমরা যুদ্ধ কর, আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে; যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না। আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন; তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে। [৯]

---

[৭] আহমাদ ১৬৫২, আবু দাউদ ৪৭৭২, তিরমিযি ১৪২১, নাসায়ী ৪০৯৫, আবু ইয়ালা ৯৪৯, বায়হাকী ৫৮৫৮, জামেউল আহাদীছ ২৩৩১৫, মা'রেফাতুস সাহাবা ৩৯১২, জামেউল উসূল ১২৪৬, আবু আওয়ানাহ ৯৯, বাজ্জার ১২০৭, মুস্তাদরাকে হাকিম ৬৬৯৭, সহীহুল জামেউস সগীর; আলবানী ৬৩২১ ।

[৮] তাওবা ৫ ।

[৯] তাওবা ২৯ ।

মহিমাময় ও সুমহান আল্লাহ তাদের খুঁজে খুঁজে; তাদের সাথে যুদ্ধ করতে বলেছেন। আর এই আয়তগুলো জিহাদের আয়াতসমূহের মধ্য থেকে সবচেয়ে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত। আর এগুলো মানসূখ (রহিত) করা হয়নি। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার সাহাবাগণ এবং তাদের পরবর্তীগণ এই আয়তসমূহ অনুসরণ করেছেন; যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা এই দুনিয়ার পূর্ব-পশ্চিম তাদের জন্য উম্মুক্ত করে দিয়েছেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের সাথে কিতাল করতে আদিষ্ট হয়েছি; যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এবং সালাত কায়েম করে ও গরীবদের পাওনা (যাকাত) দিয়ে দেয়। তারা যদি এগুলো করে, তাহলে তারা তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার থেকে নিরাপদ করে নিল। ইসলামের (শরীয়াতের) দাবী ব্যতীত; যা আল্লাহ থেকে নির্ধারিত। আর তাদের হিসাব সুমহান আল্লাহর কাছে।

মুসলিমে বর্ণিত বুরাইদা রাযি. এর হাদীস, 'রাসূল *সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম* যখনই কোন বাহিনী বা প্লাটুনের জন্য একজন আমীর নিয়োগ করতেন, তিনি তাকে একান্তভাবে উপদেশ দিতেন, আল্লাহকে ভয় করার এবং তার অন্যন্য মুসলিমদের মধ্য থেকে যারা থাকত তাদেরকে উত্তম উপদেশ দিতেন। তাদের সাথে যুদ্ধ কর; যারা আল্লাহকে অস্বীকার করছে। যুদ্ধ কর; কিন্তু (গনীমাত) আত্মসাৎ করো না। আর বিশ্বাসঘাতকতা করো না এবং মুশরিকদের জন্য উদাহরণ সৃষ্টি করো না (লাশ বিকৃতকরণ) এবং শিশুদের হত্যা করোনা। আর তোমরা যদি মুশরিকদের মধ্য থেকে তোমাদের শত্রুদের মুখোমুখি হও, তবে তাদের তিনটি বিষয়ের দিকে ডাকবে.......'।

এসব দলীলও ইতিপূর্বে জিহাদের হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লিখিত বিশটি দলীল স্পষ্টভাবে সেই জিহাদের কথাই বলে, যেখানে শত্রুর উদ্দেশ্যে বের হয়ে তার দেশে; তার সাথে যুদ্ধ করা হয়। আর এটাই হল *'জিহাদ আত্ব ত্বলব'*।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা যা বলতে চাই; তা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, কেউ যদি বলে *'জিহাদ আত্ব ত্বলব'*; শরীয়াতের অন্তর্ভূক্ত নয়, তবে সে উপরের উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসসমূহ অস্বীকার করল।

ما معنى فرض الكفاية والعين **ফরজে কিফায়া ও ফরজে আইন কী ?**

الواجب العيني (فرض العين) : وهو ما طلب الشارع فعله من كل فرد من أفراد المكلفين، ولا يجزيء قيام مكلف به عن آخر؛ كالصلاة والزكاة لمن وجبت عليه، واجتناب الحرام.

الواجب الكفائي (فرض الكفاية) : وهو ما طلب الشارع فعله من مجموع المكلفين؛ لا من كل فرد منهم، بحيث إذا قام به بعض المكلفين بما يكفي؛ فقد أدي الواجب وسقط الإثم والحرج عن الباقين، والفضل والثواب فيه لمن قام به، وإذا لم يقم به بعض المكلفين بما يكفي؛ أثموا جميعا بإهمالهم هذا الواجب؛ كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاة على الجنازة.

ফরজে আইন *হল এমন ফরজ; যা প্রতিটি মানুষের জন্য আলাদাভাবে আদায় করা ফরজ। যেমন; সালাত, যাকাত ইত্যাদি। এগুলো যার উপর ফরজ হয়; তাকেই আদায় করতে হয়। অনুরূপ হারাম কাজ বর্জন করা প্রত্যেকের উপর ফরজ।*

ফরজে কিফায়া *ঐ ফরজকে বলে; যা প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক আদায় করলেই সকলের পক্ষ হতে দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে। কেউ গুনাহগার হবে না। অবশ্য সওয়াবের অধিকারী হবে কেবলমাত্র তারাই; যারা আমল করবে।*

আর যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক কাজটি আদায় না করে, তাহলে সকলেই গুনাহগদার হবে। যেমন; সৎ কাজের আদেশ করা, অসৎ কাজে নিষেধ করা, জানাযার সালাত ইত্যাদি। [১০]

প্রশ্ন জিহাদ কখন ফরজে আইন হয়; আর কখন ফরজে কিফায়া হয় ?

উত্তর স্বাভাবিক অবস্থায় জিহাদ ফরজে কিফায়া। তবে চার অবস্থায় জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায় :-

১। إذا دخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين *যখন কাফেররা মুসলিমদের ভূমিতে আক্রমণের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করে।*

২। إذا التقى الصفان وتقابل الزحفان *যখন দুইটি বাহিনী (মুসলমান এবং কাফের) যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় এবং একে অপরকে যুদ্ধের আহ্বান করতে শুরু করে।*

৩। إذا استنفر الإمام أفرادا أو قوما؛ وجب عليهم النفير *যখন খলীফা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা নির্দিষ্ট গোত্র কে জিহাদের আহ্বান জানায়, তখন ঐ নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট গোত্রকে অবশ্যই যুদ্ধে বেরিয়ে পড়তে হবে।*

৪। إذا أسر الكفار مجموعة من المسلمين *যখন কাফেররা মুসলিমদের মধ্য থেকে কিছু লোককে বন্দী করে নিয়ে যায়, তখন তাদের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করা ফরজ হয়ে যায়।*

ففي هذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقهاء المذاهب الأربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الإسلامية إطلاقا؛ أن الجهاد في هذه الحالة يصبح فرض عين على أهل هذه البلدة التي هاجمها الكفار وعلى من قرب منهم؛ بحيث يخرج الولد دون إذن والده، وازوجة دون إذن زوجها، والمدين دون إذن دائنه، فإن لم يكف أهل تلك البلدة أو قصوا أو تكاسلوا أو قعدوا؛ يتوسع فرض العين على شكل دوائر الأقرب فالأقرب، فإن لم يكفوا أو قصروا؛ فعلى من يليهم ثم على من يليهم؛ حتي يعم فرض العين الأرض كلها.

যদি কাফেররা মুসলিম ভূমিতে প্রবশ করে, তাহলে সালফে সালেহীনগণ, তাদের উত্তরসূরীগণ, চার মাযহাবের আলেমগণ, মুহাদ্দিসগণ এবং মুফাসসিরগণ ও ইসলামের ইতিহাসের সর্বকালের সর্বমতের আলেমগণ; একমত পোষণ করেছেন যে, এই অবস্থায় জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। ফরজে আইন ঐ সকল মুসলিমদের উপর; যাদের ভূমিতে কাফেররা আক্রমণ করেছে অথবা যারা আক্রান্ত মুসলিম ভূমির কাছাকাছি রয়েছে।

এরূপ পরিস্থিতিতে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য সন্তানকে তার পিতামাতার কাছ থেকে, স্ত্রী তার স্বামীর কাছ থেকে, দাসকে তার মনীবের কাছ থেকে এবং দেনাদার তার পাওনাদারের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। যদি ঐ আক্রান্ত অঞ্চলের মুসলিমরা সৈন্যের ঘাটতির কারণে অথবা অক্ষমতা কিংবা গাফলতির কারণে কাফেরদেরকে তাদের ভূমি থেকে বিতাড়িত করতে না পারে, তখন ঐ ফরজে আইন হুকুমটি ঐ আক্রান্ত ভূমির নিকটবর্তী মুসলিমদের উপর বর্তাবে। যদি তারাও সক্ষম না হয়, তাহলে তার নিকটবর্তী মুসলিমদের উপর বর্তাবে হবে।

---

[১০] আল জামি‘ ফী তালাবিল ইলমিশ শরীফ ৫২ ।

আর যদি তাদের গাফলতি অথবা জনশক্তির ঘাটতি থাকে, তাহলে পরবর্তীতে তার পার্শবর্তী এলাকার মুসলিমদের উপর এই হুকুম বর্তাতে থাকে; যতক্ষণ না এই ঘাটতি পূরণ হয়; ততক্ষণ পর্যন্ত এটি চলতে থাকবে এবং এক পর্যায়ে এটি পুরো দুনিয়ার মুসলিমদের উপর ফরজে আইন হয়ে যাবে। [১১]

এ বিষয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعا.

প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ; যার মাধ্যমে আগ্রাসী শত্রুদের (মুসলিমদের ভূমি থেকে) বের করে দেওয়া হয়, এটি জিহাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি জিহাদ। সর্বজন স্বীকৃত যে, দীন এবং নিজেদের সম্মান রক্ষা করা হচ্ছে একটি আবশ্যক দায়িত্ব। ইমান আনার পর প্রথম বাধ্যতামূলক দায়িত্ব হল আগ্রাসী শত্রুদেরকে পার্থিব জান-মাল ও দীনের উপর আগ্রাসনকে প্রতিহত করা। এক্ষেত্রে কোন ওযর-আপত্তি করার কোন সুযোগ নেই। যেমন; জিহাদ করার সামান অথবা বাহন নেই ইত্যাদির অজুহাত দেওয়ার কোন সুযোগ নেই; বরং যার যতটুকু সামর্থ আছে, তা নিয়েই জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। আলেমগণ, আলেমদের সহকর্মীগণ এবং অন্যান্যরাও এ বিষয়ের উপর একমত। [১২]

আমরা এখন এ ব্যাপারে চার মাযহাবের মতামত দেখব, যারা সবাই এই বিষয়ে একমত ছিলেন।

মাযহাবগুলোর মতামত

হানাফী মাযহাব

ইবনে আবেদীন শামী রহ. বলেছেন,

قال ابن عابدين [1] "وفرض عين إن هجم العدو على ثغر من ثغور الإسلام؛ فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من ورائهم بعد من العدو؛ فهو فرض كفاية إذا لم يحتج إليهم، بأن عجز من كان بقرب العدو عن المقاومة مع العدو؛ أو لم يعجزوا عنها ولكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا، فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم؛ لا يسعهم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج"، وبمثل هذا أفتي الكاساني [2] وابن نجيم [3] وابن الهمام [4]

'যদি শত্রুরা মুসলিমদের সীমানায় আক্রমণ চালায়, এমতাবস্থায় জিহাদ করা ফরজে আইন হয়ে যায় তাদের উপর; যারা আক্রান্ত এলাকার নিকটে অবস্থান করেছে। যদি নিকটবর্তীদের সাহায্যের প্রয়োজন না হয়, তাহলে আক্রান্ত এলাকা হতে যারা দূরে অবস্থান করছে তাদের উপর ফরজে কিফায়া হবে। আর যদি তাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তাহলে তাদের নিকটবর্তী যারা আছে তাদের উপর এটি ফরজে আইন হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে হতে পারে যে, নিকটবর্তী মুসলিমদের প্রচেষ্টায় শত্রুরা প্রতিহত হচ্ছে না অথবা তারা অলসতায় বসে আছে কিংবা জিহাদ করছে না, তাহলে এটি তাদের পার্শবর্তী মুসলিমদের উপর ফরজে আইন হয়ে যাবে। ঠিক যে রকমভাবে তাদের উপর সালাত ও সিয়াম ফরজ। এই হুকুম কে পরিত্যাগ করার কোন সুযোগই তাদের থাকবে না।

---

[১১] আদ-দিফা আন আরাদিল মুসলিমীন ২৭ ।

[১২] আল ইখতিয়ারুল ইলমিয়্যাহ ১/২৭০, আল-ফাতাওয়াল কুবরা-ইবনে তাইমিয়া ৫/৫৩৬ ।

যদি তারাও অক্ষম হয়ে পড়ে, তাহলে এটি ফরজে আইন হবে তাদের নিকটবর্তীদের উপর এবং এই পদ্ধতি অব্যাহত থাকবে যক্ষণ পর্যন্ত না পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত পুরো মুসলিম উম্মাহর উপর ফরজে আইন হয়ে যায়। [১৩] *ইমাম কাসানী, ইবনে নুজাইম, ইবনুল হুমাম* [১৪] *এর পক্ষ থেকেও ঠিক একই ফতোয়া দেওয়া হয়েছে।*

মালেকী মাযহাব

'হাশিয়া আদ দুসূকী'তে বলা হয়েছে যে, জিহাদ ফরজে আইন হয় তখন; যখন শত্রুপক্ষ হতে আকস্মিক আক্রমণ করা হয়।

দুসূকী আরো বলেন,

قوله "وبتعيين الإمام" أي أن كل من عينه الإمام للجهاد فإنه يتعين عليه؛ ولو كان صبيا مطيقا للقتال أو امرأة أو عبدا أو ولدا أو مدينا، ويخرجون ولو منعهم الولي والزوج والسيد ورب الدين.

এবং জিহাদ ফরজুল আইন হয় ইমামের নির্ধারণ করে দেওয়ার মাধ্যমে। অর্থাৎ ইমাম যদি কাউকে জিহাদের জন্য নির্দিষ্টভাবে হুকুম দেন, তখন তার উপর জিহাদ ফরজুল আইন হয়ে যায়। এমনকি যুদ্ধ করতে সক্ষম শিশু-নারী, দাস-দাসী, সন্তান ও ঋণগ্রস্থ ব্যক্তির উপরও ফরজ হয়ে যায়। যাদিও তারা তাদের অভিভাবক, স্বামী, মনীব অথবা ঋণদাতার পক্ষ হতে বাঁধপ্রাপ্ত হয়। [১৫]

শাফেঈ মাযহাব

فإن دخلوا "بلدة لنا" أو صار بينهم وبيننا دون مسافة القصر؛ كان أمرا عظيما "فيلزم أهلها الدفع" لهم "بالممكن" أي من أي شيئ أطاقوه، وفي ذلك تفصيل "فإن أمكن تأهب لقتال" بأن لم يهجموا بغتة "وجب الممكن" في دفعهم على كل منهم "حتى على" من لا جهاد عليه من "فقير وولد ومدين وعبد" وامرأة فيها قوة "بلا إذن".

তারা যদি আমাদের ভূমিতে আক্রমণ চালায় এবং ঐ এলাকার মুসলিম ও আমাদের মধ্যকার দূরত্ব সফর পরিমাণের চেয়ে কম হয়, তাহলে ঐ ভূমিকে আগ্রাসীদের থেকে রক্ষা করা ফরজে আইন হয়ে যায়। এমনকি এটি তাদের উপরও ফরজে আইন হয়ে যায়, যাদের উপর কোন জিহাদ নেই। যেমন; ফকির (যুদ্ধে সক্ষম), শিশু, ঋণগ্রস্ত, দাস-দাসী, নারীসহ যারাই যুদ্ধ করার শক্তি রাখে, তাদের উপরস্ত ব্যক্তিদের অনুমতি ছাড়াই জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়বে। [১৬]

হাম্বলী মাযহাব

ইমাম ইবনে কুদামা রহ. তার লিখিত কিতাব 'আলমুগনি'তে উল্লেখ করেন,

---

[১৩]। রদ্দুল মুহতার ৩/২৩৮ ।

[১৪]। বাদায়েউস সানায়ে ৭/৭২, বাহরুর রায়েক ৫/১৯১, ফাতহুল কাদীর ৫/১৯১ ।

[১৫]। হাশিয়াতুদ দুসূকী ৬/২৮০ ।

[১৬]। হাশিয়াতুদদুসূকী ৬/২৮০ ।

فصل؛ ويبعين الجهاد في ثلاثة مواضع، **احدها** إذا التقا الزحفان وتقابل الصفان؛ حرم على من حضر الانصراف وتعين عليه المقام لقول الله تعالى "يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا"، وقوله "واصبروا إن الله مع الصابرين"، وقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا؛ فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة؛ فقد باء بغضب من الله" **الثاني** إذا ثزل الكفار ببلد؛ تعين على أهله قتالهم ودفعهم، **الثالث** إذا استنفر الامام قوما؛ لزمهم النفير معه لقول الله تعالى "يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض"؛ الآية والتي بعدها، وقال النبي ﷺ "إذا استنفرتم فانفروا".

অর্থাৎ জিহাদ তিনটি অবস্থায় ফরজে আইন হয়ে যায়।

১, যদি উভয় পক্ষ যুদ্ধে মিলিত হয় এবং একে অপরের মুখোমুখি হয়। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কোনদলের মুখোমুখী হও, তখন অবিচল থাকো আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর। যাতে তোমরা সফল হও।' [১৭]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কাফেরদের সাথে মুখোমুখী হবে, তখন পশ্চাদপসরু করবে না।' আর যে লোক সেদিন তাদের থেকে পশ্চাদপসরু করবে, অবশ্য যে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তনকল্পে কিংবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নিতে আসে; সে ব্যতীত অন্যরা আল্লাহর গজব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তার ঠিকানা হল জাহান্নাম। বস্তুতঃ সেটা হল নিকৃষ্ট অবস্থান। [১৮]

২. যদি কাফেররা কোন মুসলিমদের ভূমিতে প্রবেশ করে, তখন সেখানকার মুসলিমদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়।

৩. যদি ইমাম অথবা খলিফা মুসলিমদেরকে যুদ্ধে যাওয়ার আদেশ দেন, তখন তাদের উপর এটি ফরজে আইন হয়ে যায়। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে, 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর। তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প। [১৯]

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

وإذا دخل العدو بلاد الإسلام، فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب؛ إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم، ونصوص أحمد صريحة بهذا.

---

[১৭]। সূরা আনফাল ৪৫ ।

[১৮]। সূরা আনফাল ১৫-১৬ ।

[১৯]। সূরা তাওবা ৩৮ ।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যদি কোন শত্রু মুসলিম ভূমিতে প্রবেশ করে, তবে ঐ ভূমির নিকটবর্তীদের, তারা অক্ষম হলে তাদের নিকটবর্তীদের উপর তাদেরকে প্রতিহত করা ফরজে আইন হয়ে যায়। কারণ মুসলিমদের ভূমিসমূহ হল একটি ভূমি সমতুল্য। তাই এক্ষেত্রে জিহাদে বের হওয়ার জন্য পিতা-মাতা অথবা ঋণদাতার কাছ থেকে অনুমতি ব্যতীতই অগ্রসর হওয়া ফরজ। আর এই ব্যাপারে ইমাম আহমাদ রহ. এর বর্ণনাগুলো স্পষ্ট।

এই পরিস্থিতিটি *নফীরে আ'ম* বা ব্যাপক অভিযান নামে পরিচিত।

ব্যাপক অভিযানের দলীলসমূহ এবং সমর্থন

প্রথম দলীল আল্লাহ তা'আলা বলেন,

انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [٩:٤١]

তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার। [২০]

যারা সম্মুখ অভিযানে বের না হবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য চরম শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন এবং অন্য জাতিকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করে দিবেন; যারা ইসলামের সত্যিকার বাহক হবে। এরকম একটি আয়াত পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

মহিমান্বিত আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [٩:٣٩]

যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। [২১]

এই আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিয়েছিলেন যে, প্রত্যেকেই যেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে তাবুক যুদ্ধে শত্রুদের সাথে (যারা রোমের আহলে কিতাব ছিল) যুদ্ধ করার জন্য অভিযানে বের হয়ে পড়ে।'

ইমাম বুখারী রহ. তার সহীহ বুখারী শরীফের 'সম্মুখ অভিযানের শর্ত ও জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় এবং এর জন্য নিয়ত' নামক অধ্যায়ে এই আয়াতটিকে (সূরা তাওবা ৩৯) উল্লেখ করেছেন। তাবুক যুদ্ধে এই আদেশ ছিল সর্বসাধারণের জন্য ব্যাপক ভিত্তিক। কেননা মুসলিমরা জানতে পেরেছিলেন যে, রোমানরা আরব উপদ্বীপগুলোর সীমানাগুলোতে জমা হচ্ছে এবং তারা মদীনায় আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাদের একত্রিত হওয়ার সংবাদ শোনার সাথে সাথেই মুসলিমদের যুদ্ধে বেরিয়ে পড়ার আদেশ দেওয়া হয়।

---

[২০] তাওবা ৪১ ।

[২১] তাওবা ৩৯ ।

তাহলে বর্তমানে কী করা উচিৎ; যখন কাফেররা মুসলিমদের ভূমির ভেতরে প্রবেশ করেছে। এই মুহূর্তে সম্মুখ অভিযান চালানো কি আরো অগ্রাধিকার পায় না? আবু তালহা রাযি. এই আয়াতটি সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ তা'আলা কোরআনে '...হালকা অথবা ভারী...' দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, বৃদ্ধ অথবা যুবক হোক; কারো অজুহাত শুনবেন না। [২২]

হাসান বসরী রহ. বলেন, 'কঠিন অথবা সহজ অবস্থায়'।

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, যদি শত্রুরা মুসলিমদের উপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নেয়, তখন আক্রান্ত মুসলিমদের উপর ঐসকল শত্রুদের বহিষ্কার করা ফরজ হয়ে যায়। ঠিক একইভাবে যে সকল মুসলিমরা আক্রান্ত হয়নি, তাদের উপরও আক্রান্ত এলাকায় যুদ্ধ করা ফরজ। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ [٨:٧٢]

আর দীন সম্বন্ধে তারা যদি তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে, তাহলে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। [২৩]

এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ দিয়েছেন, মুসলিমদের সহযোগিতা করার জন্য; যখনই তাদের প্রয়োজন হয়। এতে কেউ বেতনভুক্ত যোদ্ধা হোক বা না হোক এবং এটাও দেখার বিষয় নয় যে, তার ক্ষমতা কতটুকু আছে? বরং এটি সবার উপর ফরজ যে, প্রত্যেকে তার জান-মাল দিয়ে, সংখ্যায় অল্প হোক বা বেশি হোক, যানবাহনে চড়ে হোক বা পায়ে হেঁটে হোক, তাদের সাহায্য করবে। আর এ কারণেই আহযাবের যুদ্ধে যখন শত্রুরা মদীনায় আক্রমণ করেছিল, তখন আল্লাহ তা'আলা কাউকে এ দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দেননি। [২৪]

যুহরী রহ বলেন, 'সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ. এক চোখ অন্ধ অবস্থায় জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তখন লোকেরা তাকে বলল, আপনি তো ওযরগ্রস্থদের অন্তভর্ক্তু। তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ বৃদ্ধ ও যুবক উভয়কেই জিহাদে বের হওয়ার আদেশ করেছেন। আমার পক্ষে যদি যুদ্ধ করা সম্ভব নাও হয়, অন্তত মুজাহিদদের সংখ্যা তো বৃদ্ধি করতে পারব অথবা তাদের মালের দেখাশুনা করতে পারব। [২৫]

দ্বিতীয় দলীল আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ [٩:٣٦]

আর তোমরা সকলে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ কর, যেমনিভাবে তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। আর জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকিনদের সাথে আছেন। [২৬]

---

[২২] মুখতাসারি ইবনে কাছীর ২/১৪৪ ।

[২৩] সূরা আনফাল ৭২ ।

[২৪] মাজমুউল ফাতাওয়া ২৮/৩৫৮ ।

[২৫] আল জামে' লিআহকামিল কুরআন ৮/১৫১ ।

[২৬] সূরা তাওবা ৩৬ ।

ইবনুল আরাবী বলেন, এখানে 'সর্বাত্মকভাবে' বলতে বুঝানো হয়েছে যে, তাদেরকে প্রত্যেক দিক হতে অবরুদ্ধ করতে হবে এবং সাম্ভাব্য সকল অবস্থায় আক্রমণ করতে হবে।

তৃতীয় দলীল আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [٨:٣٩]

আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং আল্লাহ প্রদত্ত দীন (জীবনব্যবস্থা) প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারা যদি বিরত হয়ে যায়, তাহলে তারা যা করছে তা আল্লাহ দেখছেন। [২৭]

এখানে ফিতনা বলতে শিরককে বুঝানো হয়েছে। যেমনটা ইবনে আব্বাস রাযি. এবং সুদ্দী রহ. বলেছেন, 'যখন কাফেররা (মুসলিমদের) কোন ভূমিতে আক্রমণ করে এবং তারা দখল করে নেয়, তখন পুরো উম্মাহ তাদের দীনের ক্ষেত্রে বিপদে পতিত হয় এবং এতে তাদের ঈমানের মধ্যে সন্দেহের অনুপ্রবেশ করবে। তাই ঐ মুহূর্তে তাদের জান, মাল, ইজ্জত এবং দীনকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করা বধ্যতামূলক দায়িত্ব হয়ে পড়ে। [২৮]

চতুর্থ দলীল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ؛ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا.

ফাতহে মক্কার পর আর কোন হিজরাত নেই। কিন্তু অবশিষ্ট থাকবে শুধু জিহাদ এবং নিয়ত। তাই যদি তেমাদেরকে অভিযানে বের হতে বলা হয়, তাহলে তোমরা বের হয়ে পড়বে। [২৯]

যখন শত্রুরা মুসলিমদের উপর আক্রমণ করে এবং এইরূপ পরিস্থিতিতে উম্মাহকে সাধারণ অভিযানের জন্য আহ্বান করা হয়, তাহলে উম্মাহর উপর এটি বাধ্যতামূলক হয়ে যায় যে, তারা এ অভিযানে অংশ গ্রহণ করবে। উম্মাহকে তাদের দীন হেফাজত করার জন্যই অগ্রসর হতে হবে। এই বাধ্যতামূলক দায়িত্বের সীমারেখা মুসলিমদের প্রয়োজন এবং ইমামের দাবী অনুযায়ী নির্ভর করে।' এভাবেই ইবনে হাজার রহ. এই হাদীসটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেছেন, كل من علم بضعفهم عن عدوهم؛ وعلم انه يدركهم ويمكنه غياثهم، لزمه ايضا الخروج اليهم

কেউ যদি জানতে পারে যে, শত্রুর সামনে মুসলিমরা দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং সে আক্রান্তদের নিকট পৌঁছতে এবং তাদের সাহায্য করতে পারবে, তাহলে তাদের উপরও সম্মুখে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। [৩০]

---

[২৭]। আনফাল ৩৯ ।

[২৮]। আল জামে' লিআহকামিল কুরআন ২/২৫৩ ।

[২৯]। বুখারী ৪৩১১, মুসলিম ৪৯৩৮, ইবনে হিব্বান ২০৭, ৪৮৬৫, দারেমী ২৩৯, তিরমিযি ১৫৯০ ।

[৩০]। আল জামে' লিআহকামিল কুরআন ৮/১৫১ ।

পঞ্চম দলীল প্রতিটি দীন বা জীবনব্যবস্থা যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নাযিল করা হয়েছে, তা পাঁচটি প্রয়োজনীয় বিষয়কে হেফাজতের নিশ্চয়তা দেয়। আর তা হল, দীন, জান, মাল, ইজ্জত ও জ্ঞান। অতএব যে কোনভাবেই হোক; এই পাঁচটি প্রয়োজনীয় বিষয়কে অবশ্যই হেফাজত করতে হবে। আর এ কারণেই আগ্রাসী শত্রুদের বিতাড়িত করার জন্য ইসলাম আদেশ করেছে। আগ্রাসী হল, সেই ব্যক্তি যে অন্যের উপর জোরপূর্বক নিজের ক্ষমতা চাপিয়ে দেয়; তাদেরকে হত্যা করার জন্য বা তাদের সম্পদ কুক্ষিগত করার জন্য অথবা তাদের ইজ্জতের উপর হামলা চালায়; তাদের অপদস্থ করার জন্য। যদি কোন মুসলিমের ইজ্জতের উপর আগ্রাসন চালানো হয়, তাহলে তা প্রতিরোধ করা তার উপর বাধ্যতামূলক যদিও এর জন্য তাকে প্রাণ দিতে হয়। এ বিষয়ের উপর সকল আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন। অনুরূপ এ বিষয়েও আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন যে, কোন মুসলিম মহিলার জন্য অনুমোদিত নয় যে, সে নিজেকে কুফ্ফারদের নিকট আত্মসমর্পণ করে দিবে অথবা তাকে বন্দী করার সুযোগ দিবে; যদিও তাকে হত্যা করা হয়। কেননা এক্ষেত্রে তার ইজ্জত হারানোর আশঙ্কা থাকে।

কোন মুসলিমের জান ও মালের উপর আগ্রাসী শক্তি হামলা চালালে, অধিকাংশ আলেমগণের রায় হল; তাদেরকে সর্ব শক্তি দিয়ে বিতাড়িত করা বাধ্যতামূলক। এ বিষয়ে শাফেঈ ও মালেকী মাযহাবের মত হচ্ছে আগ্রাসী শক্তি যদি মুসলিমও হয় তবুও তাকে হত্যা করা বৈধ। সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عن سعيد بن زيد عن النبي ﷺ قال "من قتل دون ماله؛ فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه؛ فهو شهيد.

আবু সাঈদ খদরী রাযি. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে তার মাল রক্ষার জন্য নিহত হয়; সে শহীদ। যে তার পরিবার রক্ষার জন্য নিহত হয়; সে শহীদ। যে তার দীন রক্ষার জন্য নিহত হয়; সে শহীদ। [৩১]

ইমাম জাস্সাস রহ. এই হাদীস সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর বলেছেন 'আমরা এ বিষয়ে কোন প্রকার দ্বিমত পাইনি যে, যদি কোন ব্যক্তি অন্য কারো উপর অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য অস্ত্র ধারণ করে, তাহলে মুসলিমদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব হল; তারা ঐ আগ্রাসী ব্যক্তিকে হত্যা করবে। [৩২]

এমতাবস্থায় ঐ আগ্রাসী ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে যদিও সে মুসলিম হয়। একইভাবে আক্রান্ত ব্যক্তি যদি মারা যায়, তাহলে সে শহীদ। এটাই যদি হয় ইসলামের রায়; একজন মুসলিম আগ্রাসীর ক্ষেত্রে, তাহলে এটা কিভাবে মেনে নেওয়া যায় যে, কাফেররা মুসলিমদের ভূখন্ডের উপর আক্রমণ করবে, মুসলমানদের নির্যাতন অপমান করবে, দ্বীনকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করবে আর মুসলমানরা চুপ করে থাকবে ?

ষষ্ঠ দলীল যদি কাফেররা কোন মুসলিম বন্দীদেরকে তাদের কোন মুসলিম ভূমি দখলের অভিযানের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে, তখন ঐ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বাধ্যতামূলক; যদিও এতে ঐ মুসলিম বন্দীদের নিহত করতে হয়। ইবনে তাইমিয়া রহ বলেছেন, যদি কাফেরদের সাথে মুসলিমদের কোন সৎকর্মশীল ব্যক্তি থাকে; যিনি মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি, কিন্তু তাকে হত্যা করা ব্যতীত কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা সম্ভব না হয়, তাহলে ঐ পরিস্থিতিতে তাকে হত্যা করা বৈধ। [৩৩]

---

[৩১] আহমাদ ১৬৫২, আবু দাউদ ৪৭৭২, তিরমিযি ১৪২১, নাসায়ী ৪০৯৫, আবু ইয়ালা ৯৪৯, বায়হাকী ৫৮৫৮, জামেউল আহাদীছ ২৩৩১৫, মা'রেফাতুস সাহাবা ৩৯১২, জামেউল উসূল ১২৪৬, আবু আওয়ানাহ ৯৯, বাজ্জার ১২০৭, মুস্তাদরাকে হাকিম ৬৬৯৭, সহীহুল জামেউস সগীর; আলবানী ৬৩২১ ।

[৩২] আহকামুল কুরআন; জাস্সাস ১/২৪০২ ।

[৩৩] মাজমুউল ফাতওয়া ২৮/৫৩৭ ।

নেতৃস্থানীয় আলেমগণ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন যে, যদি কাফেররা মুসলিম বন্দীদের মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করে এবং এ আশঙ্কা হয় যে, বাকি মুসলিমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করতে পারবে না, তাহলে তখন এটি অনুমোদিত যে, কাফেরদের লক্ষ্য করে গুলি করা হবে; যদিও এতে মুসলিমরা নিহত হয়। কেউ বলেছেন, যদি মুসলিমদের ক্ষতির আশংকা নাও থাকে; সে ক্ষেত্রেও ঐ পরিস্থিতিতে মুসলিম বন্দীদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া বৈধ। তিনি আরো বলেছেন, সুন্নাহ ও ইজমা হচ্ছে, যদি আগ্রাসী শত্রু মুসলিম হয় এবং তাকে হত্যা করা ব্যতীত তার আগ্রাসনকে কোনভাবেই প্রতিহত করা সম্ভব না হয়, তাহলে তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। যদিও তার আগ্রাসন এক দিনারের ভগ্নাংশ পরিমাণ হয়। এটি এ জন্য যে, সহীহ হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তার মাল রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়; সে শহীদ।

এটি এ কারণে যে, অবশিষ্ট সমস্ত মুসলিমদেরকে শিরক এবং ফিতনা থেকে বাঁচানো, তাদের দীন, ইজ্জত এবং সম্পদকে রক্ষা কর; অল্পসংখ্যক মুসলিম বন্দীদেরকে কাফেরদের নিকট থেকে রক্ষা করার চেয়ে অনেক গুরত্বপূর্ণ।

সপ্তম দলীল বিদ্রোহী মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [٤٩:٩]

যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দিবে এবং ইনছাফ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ইনছাফকারীদেরকে পছন্দ করেন। [৩৪]

যদি মুসলিমদের দীন, ইজ্জত, সম্পদ রক্ষার জন্য এবং মুসলিমদের মধ্যে একতা বজায় রাখার জন্য বিদ্রোহী মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা; আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে আদেশ হয়, তাহলে আগ্রাসী কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কি আরও বেশি অগ্রাধিকার পায় না ?

অষ্টম দলীল যদি মুসলিমদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাহলে তার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ [٥:٣٣]

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিস্কার করা হবে। এটি হল তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। [৩৫]

---

[৩৪]। হুজুরাত ৯ ।

[৩৫]। মায়েদা ৩৩ ।

এই হুকুমটি প্রযোজ্য হবে ঐ মুসলিম ব্যক্তির উপর; যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায় এবং যমীনে দুর্দশা এবং বিশৃঙ্খলা ছড়ায়, সম্পদ ও সম্মান নষ্ট করার চেষ্টা করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত শাস্তি বাস্তবায়ন করেছিলেন; মুরতাদ হয়ে যাওয়া কিছু বেদুঈনদের উপর। যেই ঘটনাটি বুখারী এবং মুসলিমে উল্লেখ করা হয়েছে। [৩৬]

তাহলে ঐসকল কাফের জাতির বিরুদ্ধে কী শাস্তি হওয়া উচিৎ, যারা মুসলিমদের জনজীবনে বিপর্যয় নিয়ে আসছে এবং তাদের দীন, ইজ্জত এবং সম্পদকে নষ্ট করছে? ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করারই কি মুসলিমদের প্রথম দায়িত্ব নয় ?

এই হল কিছু কারণ এবং দলীল; যা প্রমাণ করে যে, যখন কাফের শত্রুরা মুসলিম ভূমিতে প্রবেশ করবে; তখন মুসলিমদের অভিযানে বের হওয়া উচিৎ। ঈমান আনার পর সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে, আগ্রাসী শত্রু বাহিনীকে মুসলিম ভূমি থেকে বিতাড়িত করা; যারা মুসলিমদের দীন বা দুনিয়াবী যেকোন অধিকারের উপর আক্রমণ চালায়। [৩৭]

বর্তমানে জিহাদের হুকুম কী ? ফরজে কিফায়া; নাকি ফরজে আইন ?

এ প্রশ্নের উত্তর; প্রখ্যাত মুজাহিদ আলেম আব্দুল্লাহ ইবনুল মোবারক রহ. এর কিছু কবিতা দিয়ে শুরু করছি।

তিনি বলেন,

كيف القرار وكيف يهدا مسلم * والمسلمات مع العدو المعتد

কিভাবে একজন মুসলিম স্থিরচিত্তে বসে থাকতে পারে, যখন মুসলিমদের অসহায় নারীগণ অত্যাচারী শত্রুদের হাতে বন্দী?

الضاريات خدود هن برنه * الداعيات نبيهن مُحَمَّد

যারা তাদের গালে অন্তর্দাহে চপেটাঘাত করে করে কাঁদছে। যারা অভিযোগ করে যাচ্ছে তাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে।

القائلات إذا خشين فضيحة * جهد المقالة ليتنا لم نولد

যখন তাদের সম্ভ্রমের আশংকায় বিব্রত, তখন তারা অস্থির হয়ে বলে ‘হায় আমরা যদি ভূমিষ্টই না হতাম!’

ما تستطيع وما لها من حيلة * إلا التستر من أخيها بالبلد

তারা এতই অসহায় যে, তারা তাদের ভাইদের কাছ থেকে নিরাশ হয়ে আপন মুখমন্ডল হাত দিয়ে ঢেকে রাখছে!! [৩৮]

---

[৩৬]। বুখারী ৬৮৯৯, মুসলিম ৪৪৪৫ ।

[৩৭]। আল ফাতাওয়াল কুবরা ৬/৬০৮ ।

[৩৮]। সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৮/৪১৬ ।

পূর্বের আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে, কখন: কী কারণে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। উপরোক্ত কারণগুলোর যেকোন একটি কারণই জিহাদ ফরজে আইন হওয়ার জন্য যথেষ্ট। অথচ বর্তমানে সবগুলো কারণই পূর্ণ মাত্রায় পাওয়া যাচ্ছে।

মুসলিম জাতির প্রথম কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাস ইহুদীদের দখলে। ফিলিস্তিনে মুসলিম জাতির বিশাল ভূখন্ড ইসরাঈলী ইহুদীদের দখলে। মুসলিমদের বাড়িঘরগুলোকে বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দিচ্ছে ওরা। মুসলিম শিশুকিশোরদের পাথরের জবাবে ট্যাংকের গোলা দিয়ে তাদের বুক ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে ইহুদী সৈনিকরা। আফগানিস্তানের লক্ষ লক্ষ মুসলিমদেরকে হত্যা করেছে তারা। মুসলিম যুবকদের আবুগারীব নামক কারাগারে উলঙ্গ করে পিরামিড তৈরি করেছে। এই কারাগারেই মুসলিম নারীদেরকে বন্দী করে পালাক্রমে ধর্ষণ করেছে মার্কিনী হায়েনারা। মুসলিম নারীরা এই নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য আত্ম হত্যা করারও কোন উপায় খুঁজে পায় নি। শেষ পর্যন্ত একজন মুসলিম বোন কারাগারের দেয়ালের সঙ্গে মাথা ঠুকরে ঠুকরে আত্মহত্যা করেছে। বাকীদের উপর তারপরও পৈশাচিক নির্যাতনবন্ধ হয় নি। তাদেরই একজন ‘ফাতেমা’ নামক মুসলিম বোন; সেই কারাগারে বসে নিজের রক্তকে কালি বানিয়ে এবং ওড়নাকে কাগজ বানিয়ে চিঠি লিখে বিশ্ব মানবতার কাছে বার্তা পঠিয়েছেন। যে চিঠি ইন্টারনেটের মাধ্যমে “ফাতেমার চিঠি” নামে গোটা বিশ্বের বিবেকবান মানুষের হৃদয়ে তোলপাড় সৃষ্টি করে।

ইন্টারনেট থেকে সংগৃহিত সেই চিঠিটি হুবহু নিম্নে তুলে ধরা হল :-

‘পরবর্তী কথাগুলো আমাদের বোন ফাতিমা আল ইরাকিয়ার পক্ষ হতে। এই কথাগুলোতে তিনি তার অবস্থা এবং তার উপর নির্যাতনের বক্তব্যগুলো পেশ করে অভিযোগ করেছেন। যখন কিনা আমরা দুনিয়া ও তার আকর্ষণে খুবই নগন্য বিষয়সমূহ নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছি। এগুলো শুধুমাত্র আমাদের বোন ফাতিমারই নয়। বরং এটা তাদের মত শত মা বোনদের আহাজারী লুকায়িত আছে। কত ফাতিমাই না কত আবু গারিবে আর্তচিৎকার করছে। আমরা আল্লাহর কাছে তাদের এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি কামনা করছি এবং মুক্তি কামনা করছি, ইরাকের ভাই ও বোনদের মধ্যে যারা তার সাথে ছিল এবং আরো মুক্তি কামনা করছি প্রত্যেক বন্দী মুসলিম ও মুসলিমাহর ।

এই হল তার চিঠি............

বিতাড়িত শয়তানের প্রতাড়না থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। ‘বল তিনিই আল্লাহ, যিনি একক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সবাই তার মুখাপেক্ষী। তার কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন এবং তার সমতূল্য কেউই নেই। (সূরা ইখলাস)

আল্লাহর কিতাব থেকে আমি এই সূরাটি নির্বাচন করেছি, কারণ এটি আমার মধ্যে এক তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং আপনাদের সকলের উপরও। আর মুমিনদের হৃদয়ে এই সূরাটি বিশেষ এক রকমের অনভুতি জাগিয়ে তোলে।

আল্লাহর রাস্তায় আমার মুজাহিদ ভাইয়েরা! আপনাদেরকে আমি আর কী বলব। আমি এতটুক বলতে পারি যে, আমাদের গর্ভ শুকর ও বানরের বংশধরদের অবৈধ সন্তানে ভরে গেছে, যারা আমাদের ধর্ষণ করেছে। অথবা আমি আপনাদের বলতে পারি যে, তারা আমাদের শরীর বিকৃত করে দিয়েছে, আমাদের মুখে থুথ নিক্ষেপ করেছে এবং আমাদের সাথে যে কোরাআনগুলো ছিল; সেগুলো ছিড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। (আল্লাহ সর্বমহান! আল্লাহ সর্বমহান!!)

আপনারা কি আমাদের অবস্থা উপলব্ধি করতে পারছেন না? এটা কি সত্য যে, আমাদের সাথে যা হচ্ছে; সে সম্পর্কে আপনাদের কোন জ্ঞান নেই? আমরা আপনাদেরই বোন। আমরা আপনাদেরই বোন। আল্লাহ আপনাদের কে এ ব্যাপারে জবাবদিহি করার জন্য আগামীতে ডাকবেন। আল্লাহর কসম! কারাগারে যতদিন আছি এর মধ্যে আমরা একটি রাতও এমন অতিবাহিত করিনি, যে রাতে আমরা কোন না কোন এক বানোর-শুয়োরের হাতে ধর্ষিতা হই নি। যারা তাদের উপচে পড়া লালসা মিটানোর জন্য আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের শরীর ছিন্ন-ভিন্নকরে দিয়েছে। অথচ আমরাই এতদিন আল্লাহর ভয়ে নিজেদের সতীত্ব ও ইজ্জত রক্ষা করে আসছিলাম। আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন। আল্লাহকে ভয় করুন। তাদের সাথে সাথে আমাদেরকেও হত্যা করুন। আমদের এখানে ফেলে রাখবেন না যাতে তারা আমাদেরকে ধর্ষণ করে নিজেদের লালসা মিটাতে পারে। আল্লাহর আরশ আরো মর্যাদা সম্পন্ন হবে, যদি আপনারা তাদের সাথে আমাদেরকেও হত্যা ও ধ্বংস করতে পারেন। আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন। তাদের ট্যাংগুলো ও বিমানগুলো বাইরে ছেড়ে আসুন। এই আবুগারিব কারাগারে আমাদের জন্য ছুটে আসুন। এই আবু গারিব কারাগারে আমাদের জন্য ছুটে আসুন।

আমি আপনাদের দীনি বোন ফাতিমা!

আমি আপনাদের দীনি বোন ফাতিমা!!

আমি আপনাদের দীনি বোন ফাতিমা!!!

তারা আমাকে একদিন; নয় বারেরও বেশি ধর্ষণ করেছে। নয় বারেরও বেশি। আপনারা কি উপলব্ধি করতে পারছেন? আপনারা কি উপলব্ধি করতে পারছেন? আপনারা কি উপলব্ধি করতে পারছেন? তবে কেন আপনারা বুঝতে পারছেন না? আমি তো আপনাদেরই বোন। আমি তো আপনাদেরই বোন। তবে আপনারা সকলেই কেন উপলব্ধি করতে পারছেন না যে, আমি তো আপনাদেরই বোন? আমার সাথে তেরজন মেয়ে আছে, সকলেই অবিবাহিতা। সবার চোখের সামনেই তাদের সকলকে ধর্ষণ করা হয়েছে। তারা আমাদেরকে সালাত আদায় করতে দেয় না। তারা আমাদের পোষাক নিয়ে গেছে এবং আমাদের আবৃত হতে দেয় না। যে মুহূর্তে আমি এই চিঠিটি লিখছি .... যখন আমি এই চিঠিটি লিখছি, তখন একটি মেয়ে আত্মহত্যা করে ফেলেছে। তাকে নৃশংসভাবে ধর্ষণ করা হয়। একজন সৈনিক তাকে ধর্ষণ করার পর তার বুকে এবং উরুতে প্রচুর আঘাত করে। সে মেয়েটিকে অসহনীয় কষ্ট দিয়ে যন্ত্রণা দিয়েছে। মেয়েটি তার মাথা দিয়ে দেয়ালে আঘাত করতে থাকে। মেয়েটি তার মাথা দিয়ে কারাকক্ষের দেয়ালে আঘাত করতে থাকে; যতক্ষণ না সে মারা যায়।.....যতক্ষণ না সে মারা যায়.....

কারণ সে এর চেয়ে আর বেশি সহ্য করতে পারছিল না। যদিও ইসলামে আত্মহত্যা করা হারাম। তবুও আমি ঐ মেয়েটিকে ছাড় দেই। আমি আশা রাখি যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। কারণ তিনি সর্বাপেক্ষা দয়ালু। ভাইয়েরা! আমি আপনাদের আবারো বলছি,... আল্লাহকে ভয় করুন। তাদের সাথে আমাদেরকেও হত্যা করুন। যাতে আমরা শান্তিতে থাকতে পারি। তাদের সাথে আমাদেরকেও হত্যা করুন। যাতে আমরা শান্তিতে থাকতে পারি।

ইতি আপনাদের দীনি বোন ফাতিমা

আল জুমুআহ ১৭.১২.২০০৪(০৫.১১.১৪২৫)

চিঠির ভাষা হয়ত বাস্তব অবস্থার সামান্যই তুলে ধরতে পেরেছে। কিন্তু প্রকৃত মুত্তাকি ব্যক্তিরা এর থেকেই তাদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করে নিতে পারবে বলে আশা করছি।

একই কারাগারে পাকিস্তানী বংশোদ্ভুত আমেরিকান নাগরিক, আমেরিকার ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ ডিগ্রিধারী. হাফেজায়ে কুরআন ড. আফিয়া সিদ্দিকী কে চরম নির্যাতন করে বিশ্ববিবেককে হতবাক করে দিয়েছে। তার চিৎকার শুনিয়ে অন্য বন্দীদের ভীতি প্রদর্শন করা হত। দীর্ঘদনি পর্যন্ত তার কোন খোঁজ-খবর ছিল না। বৃটেনের একজন সাংবাদিক আফগানিস্তান থেকে দায়িত্বপালন শেষে এই মহিলার পরিচয় জানতে মরিয়া হয়ে উঠলেন। তার কারণ, আফগানিস্তানের কারাগারে এই মহিলার কান্না তার বিবেককেও নাড়া দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি উদঘাটন করলেন, এই মহিলাই হচ্ছে ড. আফিয়া। আফগানিস্তানের নির্যাতিত, নিপিড়িত ও যুদ্ধাহত নারী-শিশুদের সাহায্যার্থে অর্থসংগ্রহ করাই ছিল যার অপরাধ। শেষ পর্যন্ত, যখন বিচারের জন্য তাকে আমেরিকার আদালতে উপস্থিত করা হচ্ছিল; তখন তার দেহ ছিল সম্পূর্ণ নিস্তেজ। চোখদুটো বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য বিষয়; হুইল চেয়ারে করে যখন তাকে আদালত কক্ষে উপস্থিত করা হল, তখন তিনি তার আইনজীবিকে ইশারায় বললেন, আমাকে হিজাব দাও! হিজাব দাও! (আল্লাহু আকার) আপনি হয়ত চিন্তা করছেন, যে মহিলার দেহ নিস্তেজ হয়ে গেছে, চক্ষু বন্ধ হয়ে গেছে, তার বিচারের কী প্রয়োজন? এ রহস্য আপনি আমি বুঝতে সক্ষম না হলেও কাফেররা ঠিকই বুঝতে পেরেছে। তারা বুঝতে পেরেছে আমরা যদিও ড. আফিয়া সিদ্দিকীর দেহকে নিস্তেজ করে ফেলেছি; কিন্তু তার ঈমানকে সামান্যও দুর্বল করতে পারিনি। আল্লাহ তা'আলা তাকে আসিয়া সুমাইয়া রা. দের সাথে জান্নাতবাসী করুন। আমীন!

তাছাড়া ইরাকের উপর বোমা হামলা করে হাজার হাজার মুসলিমদেরকে হত্যা করেছে। লক্ষ লক্ষ মুসলিমদেরকে পঙ্গু করেছে। হামলা করার পূর্বে অবরোধ দিয়ে কমপক্ষে দশলক্ষ শিশুকে হত্যা করেছে। কাশ্মিরী মুসলিমদেরকে যুগ যুগ ধরে পাখির মত গুলি করে হত্যা করছে পৌত্তলিক হিন্দুরা। এছাড়াও সারা বিশ্বের মুসলিমদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে আছে মার্কিনী জালেমরা। নির্যাতিত, নিপিড়িত, শিশু নারী ও অসহায় মানুষের আর্তনাদে আকাশ বাতাস ভারি হয়ে আসছে। কোরআনের আয়াত এই বাস্তব অবস্থার চিত্র তুলে ধরেছে। আল্লাহ তাআআ বলেন,

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا [٤:٧٥]

আর তোমাদের কি হল যে, তেমারা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না; দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে; যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর। এখানকার অধিবাসীরা যে, অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্ব্নকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও। [৩৯]

এই আহ্বানে সারা দেওয়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজে আইন হয়ে আছে। যারা বর্তমানে জিহাদ ফরজে আইন হওয়াকে অস্বীকার করে, তাদের কাছে জানতে চাই যে, **আপনাদের ধর্মে** কী কী কারণে জিহাদ ফরজে আইন হয়? সেগুলো বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে কিনা? নাকি আপনাদের ধর্মে জিহাদ কখনো ফরজে আইন হয় না ?

---

[৩৯]। সূরা নিসা ৭৫ ।